সুপ্রভাত

তারিখ 31 MAY 2008
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ২

ড্রপআউট বৃদ্ধি

শিক্ষায় নারীদের উৎসাহ দিবার উদ্দেশ্যে উপবৃত্তি কার্যক্রম চালু থাকা সত্ত্বেও মাধ্যমিকে ৮৬ শতাংশ এবং উচ্চ মাধ্যমিকে ৬০ শতাংশ ছাত্রী ড্রপআউট করিতেছে। ঝরিয়া পড়িবার এই হার উদ্বেগজনক। স্কুল-কলেজে ভর্তি হইবার পর ছাত্রীদের সিংহভাগই যদি ঝরিয়া পড়ে তাহা হইলে উপবৃত্তির সাফল্য লইয়া প্রশ্ন উঠা স্বাভাবিক। বিশেষ করিয়া মাধ্যমিক স্তরে ১৯৯৪ সালে শুরু হওয়া এই কার্যক্রম এত দিনেও কেন কাঙ্ক্ষিত সাফল্যের মুখ দেখিল না— শিক্ষাবিদ, শিক্ষক, গবেষক, বিশেষজ্ঞ ও সংশ্লিষ্ট সকলকে উহা খতাইয়া দেখিতে হইবে। উপবৃত্তি প্রকল্পের যেইটুকু সাফল্য তাহা হইল, সামগ্রিক বিচারে স্কুল-কলেজে ছাত্রী উপস্থিতি এবং পরীক্ষায় অংশগ্রহণ বাড়িয়াছে। তবে ক্লাসে উপস্থিতি কিছুটা বাড়িলেও উহা মোটেই সন্তোষজনক নহে। উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের ছাত্রীদের উপবৃত্তি কার্যক্রম চালু হইবার বিষয়টি তুলনামূলক সাম্প্রতিক। ২০০৫-০৬ শিক্ষা বৎসর হইতে সম্পূর্ণ সরকারি অর্থায়নে তিন বৎসর মেয়াদি এই প্রকল্প শুরু হয়। এই জুনে উহার মেয়াদ শেষ হইবে। উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে উপবৃত্তি লাভের শর্তগুলি হইল— ছাত্রীকে মাধ্যমিক পরীক্ষায় জিপিএ-২.৫ পাইতে হইবে, ৭৫ শতাংশ ক্লাসে উপস্থিত থাকিতে হইবে এবং ছাত্রীকে থাকিতে হইবে অবিবাহিত। কেহ এই শর্তগুলি পূরণে ব্যর্থ হইলে তাহার উপবৃত্তি বন্ধ হইয়া যায়। কার্যত শর্তপূরণ করিতে না পারিবার মধ্যেই নিহিত রহিয়াছে ঝরিয়া পড়িবার কারণ। অর্থাৎ যাহাদের শর্তগুলি পূরণ করিবার সামর্থ্য নাই, তাহারাই ঝরিয়া পড়ে। ক্লাসে নিয়মিত উপস্থিত না থাকিলে শিক্ষা ক্ষেত্রে মান অর্জিত হয় না, পিছাইয়া পড়িতে হয়। ক্লাসে শিক্ষার্থীর উপস্থিত না থাকিবার অন্যতম একটি কারণ আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি। দরিদ্র পরিবারের শিক্ষার্থী মেধাবী হইলেও নিয়মিত স্কুলে যাইতে পারে না। অভিভাবকের সচেতনতার অভাবেই উহা ঘটে। তবে শিক্ষকরাও কম দায়ী নহেন। শিক্ষার্থীদের ক্লাসে আকৃষ্ট করিবার বিষয়টি নির্ভর করে শিক্ষকের উপর। ক্লাসে শিক্ষার্থী কতটুকু শিক্ষা অর্জন করিবে উহাও শিক্ষকের উপর নির্ভরশীল। মানসম্পন্ন শিক্ষকের অভাবে অনেক ক্ষেত্রেই উহা সম্ভবপর হয় না। তবে শিক্ষকের দায়িত্বশীলতারও অভাব রহিয়াছে। অনেক শিক্ষক প্রাইভেট পড়ানো ও কোচিং লইয়া এতই ব্যস্ত থাকেন, ক্লাসে শিক্ষাদানে আর মনোনিবেশ করিতে পারেন না। শিক্ষার্থীদের ক্লাসে উপস্থিতি নিশ্চিত করিতে গাইড বই আর প্রাইভেট পড়ানোকে নিরুৎসাহিত করিতে হইবে। একদা নোটবইয়ে বাজার সয়লাব থাকিত। সরকার নোটবই বন্ধ করিবার পর উহাই আবার নানা ধরনের গাইড বই নামে বাহির হইতেছে। ইহাও শোনা গিয়াছিল, সরকার প্রাইভেট পড়ানো বন্ধ করিতে যাইতেছে। কিন্তু এই ক্ষেত্রেও আর অগ্রগতি দেখা যায় নাই। আইন অনুযায়ী ১৮ বৎসরের নিচে কোন মেয়ের বিবাহ দেওয়া যায় না। উহা সত্ত্বেও অনেক অভিভাবক এই ব্যাপারে সচেতন নহেন। মেয়েকে শিক্ষিত করিবার চাইতে বিবাহই তাহাদের নিকট অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ হইয়া দেখা দেয়। তবে দারিদ্র্যের কারণেই উহা ঘটে অধিক। সুতরাং আর্থ-সামাজিক বাস্তবতা অনুধাবন করিয়া ড্রপআউটের কারণগুলো কী উপায়ে দূর করা যায় উহা সঠিকভাবে নির্ণয় করিতে হইবে। সেই অনুযায়ী গ্রহণ করিতে হইবে পদক্ষেপ। হঠাৎ করিয়া কোন ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনিলে ফল বিপরীতও হইতে পারে। সরকার এই বৎসর হইতে উপবৃত্তির নূতন নিয়ম চালু করিয়াছে। এই নিয়ম অনুযায়ী 'প্রো-পুওর টার্গেটিং প্রোগ্রামে'র আওতায় মোট শিক্ষার্থীর ৩০ ভাগ ছাত্রী ও ১০ ভাগ ছাত্রকে উপবৃত্তি দেওয়া হইবে। পূর্বে কেহ ছাত্রী হইলেই এবং শর্তপূরণ করিলেই উপবৃত্তি লাভ করিত। কিন্তু এখন ৬০ শতাংশই উপবৃত্তি পাইবে না। যেইখানে উপবৃত্তি হইতে বঞ্চিত হইয়া অনেক ছাত্রী স্কুল ছাড়িতেছে, সেইখানে ছাত্রীদের বড় অংশকে উপবৃত্তির আওতার বাহিরে রাখিলে ড্রপআউটের হার আরও বাড়িবে বলিয়া সংশ্লিষ্টরা আশংকা করিতেছেন। ইহাতে উপবৃত্তির মূল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইতে পারে। বিশেষজ্ঞ পর্যায়ে ব্যাপক আলোচনা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে এই ব্যাপারে সিদ্ধান্ত লইলেই ভালো হইত। যেই কোন ভালো উদ্যোগের সুফল নিশ্চিত করিতে প্রয়োজন নিবিড় তদারকি। উপবৃত্তির ক্ষেত্রে উহার অভাব রহিয়াছে বলিয়া প্রতীয়মান হয়। বৃত্তি প্রদানের পাশাপাশি এই ক্ষেত্রে সকল অনিয়ম-দুর্নীতি বন্ধ করিতে সরকার কার্যকর ব্যবস্থা লইবে, ইহাই প্রত্যাশা।